যুগান্তর

তারিখ ... 17 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ৩ ...

মানবাধিকার রক্ষায় টাস্কফোর্স গঠনের দাবি বিএনপির

যুগান্তর রিপোর্ট

আইনশৃংখলা বাহিনীসহ যেসব ক্ষেত্রে মানবাধিকার লংঘন হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে নিরপেক্ষ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে স্থায়ী টাস্কফোর্স গঠনের দাবি জানিয়েছে বিএনপি। একই সঙ্গে ব্যর্থতার দায় নিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমানকে পদত্যাগেরও দাবি জানায় দলটি।

শনিবার বিকালে নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত

দাবি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

দাবি : টাস্কফোর্স গঠনের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। দেশের বাইরে গণমাধ্যমগুলোতে এ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। এ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য একটি দক্ষ টাস্কফোর্স গঠন করা উচিত। ইতিমধ্যে আদালতও একটি নির্দেশ দিয়েছেন টাস্কফোর্স গঠনের। উচ্চ আদালত যেভাবে টাস্কফোর্স গঠন করতে বলেছেন আমরা অবিলম্বে সেভাবেই টাস্কফোর্স গঠনের দাবি জানাচ্ছি।'

দলবাজ লোকদের না নিয়ে যারা মানবাধিকার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছেন বা অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের নিয়ে টাস্কফোর্স গঠন করতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির ক্রীড়াবিষয়ক সম্পাদক লে. কর্নেল (অব.) এমএ লতিফ, সহ-দফতর সম্পাদক শামীমুর রহমান শামীম, আসাদুল করিম শাহীন, যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট আবদুস সালাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের সমালোচনা করে রিপন বলেন, মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি অনেক কান্নাকাটি করেছেন। তারপরও কোনো লাভ হয়নি। আবার মাঝে মাঝে তার কথাও বিতর্কিত হয়েছে। সুতরাং এ ধরনের নামকাওয়াস্তে কমিশন না রেখে তা পুনর্গঠন করা হোক। চেয়ারম্যানের উদ্দেশে তিনি বলেন, সব ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব নিয়ে মানবাধিকার কমিশন থেকে অবিলম্বে আপনি পদত্যাগ করুন। সেটা আপনার জন্য সম্মানজনক হবে। আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকও।

সাগরে ভাসমান অভিবাসীদের সম্পর্কে আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, প্রতিদিন এই অভিবাসনের বিষয়টা প্রকট আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা সাগর পাড়ি দিচ্ছেন। যেসব এলাকার মানুষ বিদেশ যাচ্ছেন সেসব এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

সরকারের সমালোচনা করে রিপন বলেন, সরকারকে এ বিষয়ে আগেই পদক্ষেপ নেয়া উচিত ছিল। যে দেশগুলোতে আমাদের এ লোকগুলো যাচ্ছে সেখানে আমাদের অ্যাম্বাসির ভূমিকা কি? যাদের নিয়ে জিডিপি ও রিজার্ভ দেখান তাদের বিষয়টাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। তিনি বলেন, 'আমাদের দলের মধ্যে অনেক অভিজ্ঞ লোক আছেন। অভিবাসন সমস্যায় সরকার চাইলে বিএনপি সহযোগিতা করতে পারে। এ সমস্যা মোকাবেলায় সরকারকে সহযোগিতা করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

সালাহ উদ্দিন আহমেদের সর্বশেষ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে রিপন বলেন, তার সম্পর্কে আমাদের কাছে সর্বশেষ কোনো তথ্য নেই। দেশী-বিদেশি মিডিয়ায় তার সম্পর্কে যা প্রকাশিত হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করছি। দলের সহ-দফতর সম্পাদক আবদুল লতিফ জনি সেখানে আছেন। তার বরাত দিয়ে মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হয়েছে। তার স্ত্রী হাসিনা আহমেদ এখনও ভিসা পাননি। তিনি ভিসা পেয়ে সেখানে না যাওয়া পর্যন্ত সালাহ উদ্দিনের প্রকৃত অবস্থা জানানো সম্ভব হবে না।